সংবাদ পরিষেবা

নভেম্বর ২০১৪

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

## কুম্ভকার

২০/৫৯

কুম্ভমেলার জায়গাটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ওই জায়গাটার পরিবেশ বাঁচানোর তোড়জোড় করা হচ্ছে। এই কাজটা শুরু হওয়ার পেছনে আছে মুম্বই আদালতের একটা আদেশ। আদালত এই আদেশ দিয়েছে এক জনস্বার্থ মামলার উত্তরে। এই মামলাটা করেছিল গোদাবরী গটরিকরণ বিরোধী মঞ্চ। নদী দূষণ নিয়ে সরকারি কর্মীদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে মঞ্চের এই মামলা।

আদালতের রায়ের পর এবার একটা কমিটি হয়েছে। এই কমিটির মাথায় আছে সরকারি রাজস্ব কমিশনার, তার সঙ্গে আছে আরো অনেক সরকারি কর্মচারী ও এনজিও সমাজকর্মী। এইজন্য এর ভেতরই ওখানে সচেতনতা কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। মেলা-প্রাঙ্গণ থেকে আলাদা করে প্লাস্টিক ডাঁই করা হচ্ছে, দেবতার নির্মাল্য ও পচনশীল আবর্জনা শোধন করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নদীতে বিসর্জন-কাপড় কাচা-গাড়ি ধোওয়া-গরু মহিষ স্নান বন্ধ করা হচ্ছে আর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে।

## আগ্রা সন

২০/৬০

আগ্রায় জঙ্গলের সবচেয়ে ঘন অংশ লোপাট হয়ে গেছে। কিন্তু কী করে এই জঙ্গল লোপাট হল কেউ জানে না। এই জঙ্গলটার আয়তন ছিল ৩ বর্গ কিলোমিটার। আগ্রায় জঙ্গল কমে যাওয়া নিয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছে। কিন্তু ওখানে এই জঙ্গলের কথা নেই।

## আলোরতলা

২০/৬১

আগরতলার পুরো শহরটা এলইডি দিয়ে আলো করা হবে। এলইডি মানে লাইট এমিটিং ডায়োড বাল্ব। এলইডি-র আলোয় বিদ্যুৎ অনেক কম খরচ হয়। কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে আগরতলায় এই কাজ হচ্ছে। এলইডি আলো দেওয়া হবে সারা আগরতলায়। এই আলো দিলে খরচ বাঁচবে, রাস্তার আলো আরো বেশি হবে, কাজটা আধুনিকও হবে। এখন ওখানে প্রথমে কাজ হবে রাজভবন থেকে বিমানবন্দর অব্দি। তারপর হবে বাকিটা। কাজটা করবে কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এনার্জি এফিশিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড।

## কর্ণTALK

২০/৬২

ব্যাঙ্গালোর শহরে হর্নের হট্টগোলে টেঁকা দায় হয়ে পড়েছে। এইজন্য কর্ণাটকের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রস্তাব দিচ্ছে যে এখানকার দু-চাকার গাড়িতে হর্ন লাগানো যাবে না। পর্ষদ থেকে বলা হচ্ছে, ব্যাঙ্গালোরে রাতে-দিনে রাস্তা পরিষ্কার, তাই দু-চাকার গাড়িতে হর্ন লাগে না। পর্ষদ আরো বলছে, দিনের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া চার চাকাতেও হর্ন বাজবে না। এইসব করলে নাকি ব্যাঙ্গালোরে শব্দদূষণ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তবে সবই এখন নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির ওপর।

## মালয়ালি এঁচোড়

২০/৬৩

কেরলের মানুষজন বারোমাস এঁচোড় খেতে পারবে। এইরকম একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ওইখানে পানাক্কাড়ে এঁচোড় শুকিয়ে প্যাকেট করে বাজারে আনা হচ্ছে। এই ব্যাবসাটা ওখানে করছে গ্রামীণ গ্রিন ফুডস নামের সংস্থা। এই সংস্থার পেছনে আছে পিপলস সার্ভিস সোসাইটি নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

এই শুকনো এঁচোড় দ ুঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখলেই তারপর তাকে গুঁড়ো করে রুটি, উপমা,পরোটা সহ হরেক খাবার বানানো যাবে। এই এঁচোড়ের প্যাকেট ঘরে একবছর অব্দি খাওয়া যাবে। প্যাকেট-এঁচোড় -এর বিক্রি কেরলে বেশ কিছুটা সাড়া ফেলেছে।

## এ বাবা !

২০/৬৪

ইউরোপে জিন ভুট্টার পরাগ থেকে আশপাশের জীবকূলকে বাঁচাতে জিন ভুট্টার জমির চারপাশে যে রোধ-বলয় তার পরিসর ছিল ২০-৩০ মিটার। কিন্তু ওই ২০-৩০মিটারে চলবে না। ওটা বাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার করতে হবে। ২০-৩০ মিটার ঠিক করেছিল ইউরোপীয় ফুড সেফটি অথরিটি। কিন্তু জার্মানি, সুইৎজারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের এক সদ্যতন গবেষণা বলছে, জিন ভুট্টার পরাগ ৪ কিলোমিটারর বেশি পথ যেতে পারে।

এই ঘটনা ইউরোপে জিনশস্য চাষে নজরদারির শিথিলতা প্রমাণ করছে। অথচ ইউরোপে এই বিষয়ের নজরদারি বেশ কঠোর এমনই আমরা শুনে এসেছি। এই ঘটনা আরো প্রমাণ করছে যে ইউরোপে এক দেশে জিনশস্যের অনুমতি অন্য দেশের শস্য-সবজির ক্ষতি করবে।

## দেবী মাহাত্ম্য

২০/৬৫

ওড়িশায় দেবী নদীর পাশ দিয়ে বেশ বড় একটা বাদাবন হয়েছে। এই বাদাবনটা বানিয়েছে ওখানকার মহিলারা দল করে। গ্রামে গ্রামে এইরকম দল হয়েছে। এই দলগুলির নাম কমিউনিটি ফরেস্ট প্রটেকশন গ্রুপ। এরা সবাই মিলে এখানে ১৫ কিলোমিটার বাদাবন বানিয়েছে। এই বাদাবন পাহারা দেওয়ার কাজও তারাই করে। সাইক্লোনে এই বন প্রায় লোপাট হয়ে গিয়েছিল। এই বাদাবন তৈরি হওয়ার ফলে গ্রামে সমুদ্র থেকে বালি হাওয়ার সঙ্গে কম ঢুকবে। বাদাবন দুর্যোগ আটকাতে সাহায্য করবে।

এই দেবী নদী ওলিভ রিডলি কচ্ছপ থাকার আর বংশবিস্তারের জায়গা,আর নদীর পাশের বনে আছে চিতল হরিণ, হায়না ও শিয়াল। মহিলা দল বাদাবন বাড়িয়ে এই এলাকার জৈব বৈচিত্র বাড়িয়েছে। মহিলা দলের দেখাদেখি কিশোররাও ওলিভ রিডলি কচ্ছপ রক্ষায় হাত দিয়েছে। তারা ওই এলাকার জৈব বৈচিত্র নথি বানাচ্ছে, তারা এলাকা উন্নয়নের নকশা বানিয়েছে। আর মহিলা -পুরুষ -বড় -ছোট সবাই মিলে এই উপকূল রক্ষা ও তাদর নিজেদের সুস্থায়ী উন্নয়নে নেমে পড়েছে।

## ফুকুসীমাহীন !

২০/৬৬

জাপানে ফুকুশিমা দাইচি পরমাণু চুল্লি থেকে জীবজন্তুরও ক্ষতি হচ্ছে। ওই দেশের একধরনের নীল প্রজাপতির আকার ছোট হয়ে গিয়েছে, প্রজাপতিটা বাড়ছে আস্তে আস্তে, মৃত্যুর হারও বাড়ছে। আবার ওখানে জাপানি তোতাপাখির হিমোগ্লোবিন, শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকার হার নামছে।

বিজ্ঞানীরা চেরনোবিলের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাদ গুনছেন। তাঁরা বিপন্ন এলাকা থেকে আরো তথ্য নিচ্ছেন, এই অবস্থা রোধ করতে চাইছেন।

## ম্যাড্রাসি অন্যায়

২০/৬৭

চেন্নাই থেকে হাঙরের মাংস বিদেশে চালান করা হচ্ছে। যাচ্ছে আসলে হাঙরের বড় বড় পাখনা। এই পাখনা ডজন ডজন টন বিদেশে যাচ্ছে। যাচ্ছে জাহাজে বা প্লেনে করে। হাঙর শিকার নিয়ে দেশে আইন থাকলেও কেউ মানছে না। হিসেবে দেখা যাচ্ছে বছরে ১০০ মিলিয়ন হাঙর ভারতে মারা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, হাঙর শিকারে ভারতের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

# জিন ফসল–সরকারের দ্বিচারিতা

সুব্রত কুণ্ডু

২০/৬৮

দুর্বাশার বরে সূর্যের ঔরসে কুন্তী, কবচকুণ্ডলসহ কর্ণকে জন্ম দিয়েছিল। কুমারী অবস্থায়। কুন্তীর গর্ভে জন্মায়নি কর্ণ। এমনটাই শ্রুতি। তাহলে কীভাবে জন্ম হল কর্ণের? ...কর্ণের জন্ম প্রমাণ করে প্রাচীন ভারতে জিন–বিজ্ঞানের উপস্থিতি। এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী। ২৫ অক্টোবর মুম্বই–এর সব থেকে পুরোনো এক হাসপাতালের অনুষ্ঠানে, একঘর ডাক্তার–বদ্যির সামনে। আমোদিত সংবাদ মাধ্যম এমন একটা খবর প্রায় প্রচারই করল না।

আর ২৬ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হল যে সরকার, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে জিন পরিবর্তিত বিটি সরষে এবং মহারাষ্ট্রের বেজো সিড প্রাইভেট লিমিটেডকে বিটি বেগুন চাষের পরীক্ষানিরীক্ষা করতে অনুমতি দিয়েছে। এ খবর পাওয়া গেল তথ্যের অধিকার আইনে আবেদনের মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্য হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার বেজো সিড ইনকর্পোরেট–এর একটি সহায়ক (সাবসিডিয়ারি) কোম্পানি হল মহারাষ্ট্রের বেজো সিড প্রাইভেট লিমিটেড।

দুটি ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী, ড. মেঘনাদ সাহার মতো বলেননি যে 'সবই ব্যাদে আছে'। সবিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী একথা বিশ্বাস করেন বলেই বলেছেন। গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান তিনি। তার অধিকার আছে একথা বলার। আর বিটি ফসলের পরীক্ষার অনুমতি দিয়ে পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাবড়েকর বলেছেন, বিজ্ঞান গবেষণা তো আটকে রাখা যায় না। ঠিকই। কিন্তু কোন্ গবেষণা হবে কে ঠিক করবে? যেমন নির্বাচনী ইস্তাহারে বিজেপি বলেছে, সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন, মাটিতে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এবং ভোক্তাদের ওপর এর জৈবিক প্রভাব না বিচার করে জিন পরিবর্তিত খাদ্য ফসলের অনুমোদন দেওয়া হবে না (কৃষি বিষয়ক অনুচ্ছেদ–পৃষ্ঠা ২৮)।

২০১০ সালে দেশব্যাপী আন্দোলনের চাপে ইউপিএ সরকার এই ফসলের পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এখন প্রশ্ন হল, বিজেপি শাসনে এখন কী এমন ঘটল যে এই পরীক্ষার অনুমোদন দিতে হল!

২০১২ সালে কৃষি বিষয়ক সংসদীয় কমিটি জিন পরিবর্তিত ফসলের পরীক্ষানিরীক্ষা বন্ধ করার জন্য এক সর্বসম্মত রিপোর্ট দিয়েছিল। সেখানে ৩১ জন সদস্যের ৮ জন–ই ছিলেন বিজেপির সাংসদ কমিটিতে ১৪টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। যাঁরা ৩১ জন বিজ্ঞানী, কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, সমাজকর্মী এবং ১৯ টি সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাথে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। সেই রিপোর্ট কী একবার খুলে দেখা হল, বিটি ফসল অনুমোদনের সময়? গণতান্ত্রিক ভারতের সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট কি কোনো যুক্তি ছাড়াই উপেক্ষা করা যায়?

এটা ঠিক যে কমিটির সদস্যরা বিজ্ঞানী নন। তাই এদের রিপোর্ট বৈজ্ঞানিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট মনোনীত দেশের ৫ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর টেকনিক্যাল কমিটি ২০১৩ সালের জুলাই মাসে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তাঁরাও বলেছিলেন, এই ফসলের ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকা উচিত। তারা কি কিছু না বুঝেই একথা বলেছিলেন?

জিন পরিবর্তিত বিটি তুলো পোকার অখাদ্য। এতে পোকা লাগবে না। উৎপাদন মার খাবে না। চাষির লাভ বেশি হবে। এমনটাই প্রচার করেছিল বীজ উৎপাদক মনসান্টো। কিন্তু বাস্তবে এই ফসলও পোকা লেগে নষ্ট হয়েছিল। একথা মনসান্টোও স্বীকার করেছিল। স্বাধীন গবেষণা বলছে, এর ফলে তুলোর বীজ বৈচিত্র নষ্ট হয়েছে। এগুলি তো প্রামাণ্য তথ্য। তবে কেন জিন পরিবর্তিত খাদ্য ফসলের পরীক্ষা ও প্রসারে বর্তমান সরকার উঠে পড়ে লেগেছে?

আসলে যে মন্ত্রীসভার ৯১ শতাংশ মন্ত্রী কোটিপতি, যাদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি–তারা তো কোটিপতিদের স্বার্থেই সিদ্ধান্ত নেবেন। এমনটাইতো দস্তুর। আর সেইজন্য প্রাচীন ভারতের জিন–বিজ্ঞান চর্চা কত উন্নত ছিল তা বোঝাতে কর্ণের উদাহরণ টানবেন প্রধানমন্ত্রী। আর ভারতের 'উন্নত' 'তিহ্যের ধ্বজাকে শিখণ্ডী করে তার পরিবেশ মন্ত্রী সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করবেন। দ্বিচারিতার এমন নমুনা খুঁজলে প্রাচীন ভারতে কি আরো দু–একটা মিলবে না! কী বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

**মতামত লেখকের**

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

## প্র ধান

২০/৬৯

একটা নতুন ধান এসেছে। ধানটা নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক ধান অনুসন্ধান কেন্দ্র ও চিনের কৃষি বিজ্ঞান আকাদেমি একসাথে। ওই ধানটা অনেক বেশি নোনা, অনেক বেশি খরা সহ্য করতে পারবে। এই ধানটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অনেক রোগ। এই ধানটার ফলনও হবে ধানের গড়-ফলনের বেশি। এই ধানের জন্য মাঠে সার-কীটনাশক লাগবে না। অনেকগুলো ধান মিশিয়ে এই ধানটা বানানো। এই ধান ভিয়েতনামে ২৫ হাজার হেক্টর, ফিলিপিন্সে ৫ হাজার ৭০০ শো হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। কিছুটা চাষ হয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া সহ কয়েকটি দেশে। চাষিরা এই ফলন দেখে আরো বীজ চাইছেন।

## অন্ধকূপমণ্ডূক

২০/৭০

ভারতে ব্যাঙ বেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতে আছে ৩৪০ জাতের ব্যাঙ। তার ভেতর বিপন্ন ৭৮টা ব্যাঙ। এই খবরটা বেরিয়েছে ভারতের ভুতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ-এর এক বইতে। বলা হয়েছে, এর কারণ ব্যাপক বন ধ্বংস, ব্যাঙের আবাস ধ্বংস ও জলবায়ু বদল।

---

## ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

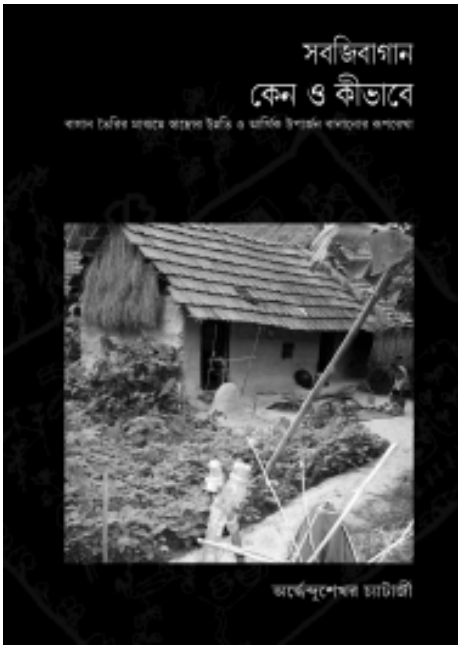


১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা ৪৫, দাম ৩০ টাকা।

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

**সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,**৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬,গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু